ইতিহাস:

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। যে জাতি যত বেশী শিক্ষিত সে জাতি তত বেশী উন্নত। আর শারীরিক শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিক্ষার মতোই শারীরিক শিক্ষার ধারণা গতিধর্মী। তাই স্থান ও সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে শারীরিক শিক্ষার ধারণাও বদলে যায়।

নগর সভ্যতার উন্মেষের পূর্বে মানুষ বনে জঙ্গলে বাস করত। তখন হিংস্র পশুর শিকার থেকে বাঁচতে মানুষ প্রচন্ড বেগে দৌড়াতে, গাছে উঠতে এবং সাঁতার কাঁটতে বাধ্য হত। প্রাচীন কালে শরীর চর্চার কোন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ছিল না। আধুনিক সভ্যতার সূচনালগ্নে শরীরচর্চার প্রাতিষ্ঠানিকতা লাভ করে।

শারীরিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য উন্নত বিশ্বের সকল দেশে গড়ে উঠেছে অনেক শারীরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শারীরিক শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে বাংলাদেশেও কয়েকটি শারীরিক শিক্ষা কলেজ প্রতিষ্টিত হয়।

বাংলাদেশের প্রথম শারীরিক শিক্ষা কলেজের যাত্রা শুরু হয় ময়মনসিংহ জেলার গৌরিপুরে ১৯৫৪ সালে। ১৯৫৬ সালে কলেজটি ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়ে বর্তমানে ঢাকার মোহাম্মদপুরে স্থায়ীভাবে চালু রয়েছে। এটিই বাংলাদেশের সর্বপ্রথম শারীরিক শিক্ষা কলেজ।

শারীরিক শিক্ষার চাহিদার ভিত্তিতে ১৯৮৩ সালে রাজশাহীর সপুরাতে দেশের দ্বিতীয় সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ২০০১ সালে চট্রগ্রাম ও বাগেরহাটে আরো দু'টি সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ স্থাপিত হয়। সর্বশেষ ২০০৩ সালে ময়মনসিংহ ও বরিশাল সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন বাংলাদেশে মোট সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের সংখ্যা ৬টি।

বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের মানুষ অত্যন্ত ক্রীড়ামোদী, তাই এ অঞ্চলের শারীরিক শিক্ষা বিস্তারের লক্ষে শিক্ষা নগরী ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় ২০০৩ সালে ১০ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় দেশের পঞ্চম সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ। ময়মনসিংহ সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয় ২০০৩ সালের ২৮/০৫/২০০৩ তারিখ এবং নির্মাণ কাজ শেষ হয় ২০০৬ সালের ২৭/১০/২০০৬ তারিখ।

০১/০৭/২০০৯ তারিখ থেকে ২০০৯-২০১০ শিক্ষাবর্ষে ৫৮ জন প্রশিক্ষনার্থী নিয়ে কলেজটির শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়।

কলেজটির প্রশাসনিক ও একাডেমিক ভবন, ছাত্রাবাস ও জিমনেসিয়াম আধুনিক স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত। ময়মনসিংহ সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের প্রতি বছর পরীক্ষার ফলাফল অত্যন্ত সন্তোষজনক হয়। আগামীতে কলেজটি বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠতম শারীরিক শিক্ষা কলেজে পরিণত হবে এটাই কাম্য।

উদ্দেশ্য:

একটি স্বাস্থ্যবান, কর্মঠ, শক্তিশালী ও সুশৃঙ্খল জাতি গঠনের লক্ষ্যে শারীরিক শিক্ষার অবদান অপরিসীম। শারীরিক শিক্ষা বা খেলাধুলাকে কোন দেশ বা জাতির মান যাচাইয়ের অন্যতম সহজ ও গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হিসেবে ধরে নেয়া যায়। তাই পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো খেলাধুলায় এক অগ্রণী স্থান দখল করে

আছে, একথা বিনা দ্বিধায় বলা চলে। আর ঐ একই মাপকাঠিতে বিচার করে আমরা আমাদের স্থান বেছে নিতে পারি। উন্নত, সুন্দর ও সুস্থ জীবনযাপন সকলেরই লক্ষ্য। আমাদেরও তাই।

"সুস্থ দেহ সুন্দর মন" কথাটির সাথে শারীরিক শিক্ষা কলেজের বৈশিষ্ট্যসমূহ ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। শরীরকে সুস্থ ও সুন্দরভাবে গড়ে তোলার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে শরীরচর্চা বা শারীরিক শিক্ষা। সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজগুলোতে এর সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে। ময়মনসিংহ শারীরিক শিক্ষা কলেজ সেই নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন যাবৎ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

নিয়ন্ত্রণ:

বাংলাদেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে হলেও, সকল সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজগুলো যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে ক্রীড়া পরিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হয়ে আসছে। এছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শারীরিক শিক্ষা কলেজের সকল একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে।

কলেজের অবস্থান:

ময়মনসিংহ সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজটি বাংলাদেশের ৬টি সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের মধ্যে ৫ম। কলেজটি ময়মনসিংহ শহর থেকে ১৪ কি.মি. পশ্চিমে এবং মুক্তাগাছা থানা শহর থেকে ২ কি. মি. পূর্বে ময়মনসিংহ টাঙ্গাইল মহাসড়কের পাশে কানাই বটতলায় অবস্থিত।

কলেজের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা:

অধ্যক্ষ

ময়মনসিংহ সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ ডাকঘর: মনতলা উপজেলা: মুক্তাগাছা জেলা: ময়মনসিংহ মোবাইল: ০১৭১৬১৯৫৮৪৬, ০১৭৪৮৩৫০৮৪৩